বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান আলোচনা করো ।

বাংলা কথা সাহিত্যের জগতে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী হলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তাকে মেনে নিয়েও সাহিত্যে নতুন কথা শোনালেন। শরৎচন্দ্র জানালেন—

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছু অধিকার নাই...."

শরৎচন্দ্র তাঁর সমকালে সামাজিক সমস্যাগুলিকে উপলব্ধি করেছিলেন খুব কাছে থেকেই। তাই জীবনের সমস্যাগুলিকে তিনি বেশি করে দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে দায়ী সমাজ। তবে একথা ঠিকই তিনি সমাজকে দায়ী করলেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও সমাধানের পথ দেখাননি। শরৎচন্দ্র বাংলা
কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী এ কারণেই যে, তিনি মানবজীবনের সুখ-দুঃখ ও অশ্রু-বেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনি গ্রন্থন করেছেন যা, আর কেউ লিখতে পারেন নি। এজন্যই পাঠকের সঙ্গে চরিত্রের একাত্মতা।

বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের পূর্বে যেটুকু কথাসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল সমাজ-বিধান নিয়ন্ত্রিত সামাজিক মানুষের মানসিকতার লীলাভূমি, শরৎচন্দ্রই প্রথম সমাজের ছবি স্বরূপে এঁকে সমাজকে সহায়কের ভূমিকায় ঠেলে দিয়েছেন, মানুষকে মূল চরিত্র করে মানবতামূলক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। আসলে শরৎচন্দ্র অপরিসীম মানবিক সহানুভূতি দিয়ে সমাজের পরাক্রম ও সমাজবদ্ধ দুর্বল মানুষের আর্তি জীবন্ত করে ফুটিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে এবং সমাজের বিধিবিধানকে অনেক ক্ষেত্রে অভিন্ন ভাবে দেখেছেন। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সমাজ ও সমাজের বিধানকে এক করে দেখেন নি, সবসময় তিনি মনে করেছেন সুস্থ সমাজ তার বিধানের চেয়ে বড়। তিনি পাপী ও পাপকে পৃথক করে দেখেছেন। এই দৃষ্টি নিঃসন্দেহে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুন।

শরৎচন্দ্র জানতেন, পরিবর্তনশীলতাই বিশ্বপ্রকৃতির বিষয়, গতিময়তাই এর প্রকৃতি। সমাজ, মানবজীবন, মানবমন—সবই নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—এই পরিবর্তনের জোয়ারে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার রুচি, রসবোধ, প্রেম-ভালোবাসা সবই পালিয়ে যাচ্ছে—এটাই ক্রমোন্নতির পথ, উন্নত থেকে উন্নততর রূপ অর্জনের ঐতিহাসিক যাত্রাপথ। তাই সাহিত্য হল রসরূপে জীবনেরই সুন্দরতম এবং যথার্থ প্রকাশ—সেই সাহিত্যও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছেন—

'সমাজের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে তার ভিতরের বাসনা কামনার আভাস দেওয়াই সাহিত্য। ভাবে, কাজে, চিন্তায় মুক্তি এনে দেওয়াই তো সাহিত্যের কাজ।'

শরৎচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে 'বড়দিদি' (১৯১৩), 'পরিণীতা'(১৯১৪), 'পণ্ডিতমশাই' (১৯১৪), 'বিরাজ বৌ' (১৯১৪), 'মেজদিদি' (১৯১৫), 'চন্দ্রনাথ' (১৯১৬), 'পল্লীসমাজ' (১৯১৬), 'অরক্ষণীয়া' (১৯১৬), 'শ্রীকান্ত' (প্রথম) (১৯১৭), 'দেবদাস' (১৯১৭), 'নিষ্কৃতি' (১৯১৭), 'চরিত্রহীন' (১৯১৭), 'দত্তা' (১৯১৮), 'শ্রীকান্ত' (দ্বিতীয়) (১৯১৮), 'বামুনের মেয়ে' (১৯২০), 'গৃহদাহ' (১৯২০), 'দেনাপাওনা' (১৯২৩),ইত্যাদি। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং শেষ উপন্যাস 'বিপ্রদাসে'র রচনাকাল ১৯৩৫। তবে মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় 'শুভদা' (১৯৩৮) এবং 'শেষের পরিচয়' (১৯৩৯)।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি'তে জমিদারের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণিত হলেও সমাজনিষিদ্ধ বিধবার প্রেম সমস্যা এবং মাধবীর স্নেহ-ভালোবাসা-ই মুখ্য স্থান গ্রহণ করেছে। সুরেনের বড়দিদির উপর ছেলেমানুষি নির্ভরশীলতা ও মাধবীর স্নেহ-যত্ন কীভাবে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হল তারই উপভোগ্য কাহিনি 'বড়দিদি'। 'বিরাজ বৌ'তে চিরন্তন দাম্পত্য নীতির জয় ঘোষিত হয়েছে। গ্রামীণ জীবনে পরিবার জীবনের বাস্তব সমস্যা এখানে রূপায়িত হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের করুণ-মধুর কাহিনি শেষপর্যন্ত ট্র্যাজিক পরিণতিতে সমাপ্ত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের কাহিনি বয়ন নৈপুণ্য ও লোকচরিত্র জ্ঞানের পরিচয় এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায়।

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের দুটি দিক—একদিকে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর সমকালীন পল্লীজীবনের সামাজিক চিত্র ও ভাবী সমাজতান্ত্রিক সমাজের পূর্বাভীষ এবং অন্যদিকে এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে রমা ও রমেশের হৃদয়ের দ্বন্দ্ব নিপুণ তুলিতে অঙ্কিত।'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে রয়েছে সনাতন আদর্শের প্রতিফলন। জমিদার পুত্র চন্দ্রনাথের মিলনান্তক প্রেম কাহিনির পশ্চাতে রয়েছে বিধবার সমস্যা। শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে 'শ্রীকান্ত' (চার পর্ব) অন্যতম। ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান, নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, গৌণ চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিখুঁত বাস্তবতাবোধ ও সাবলীল রচনাশৈলী উপন্যাসটিকে বিশেষ মহিমা দান করেছে। এটি উপন্যাস না ভ্রমণ কাহিনি—এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও 'শ্রীকান্ত' একটি যথার্থ উপন্যাস। 'চরিত্রহীন' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। এই উপন্যাস রচনার পর শরৎচন্দ্রকে অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এর কারণ, লেখক উপন্যাসে নিষিদ্ধ প্রেমের চিত্র এঁকেছেন।

'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের আর এক বিশিষ্ট উপন্যাস। উপন্যাসের মধ্যে লেখক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা অঙ্কন করেছেন। অর্থাৎ একই নারীর হৃদয়ে স্বামী ও স্বামীর বন্ধু সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী প্রণয় সমস্যা। কৌলীন্য প্রথার উপর ভিত্তি করে রচিত 'বামুনের মেয়ে'। অপরদিকে 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র অত্যাচারী জমিদারের শাসন ও শোষণের চিত্র অঙ্কন করেছেন। 'আনন্দমঠ'-এর মতো 'পথের দাবী'তে পরাধীন জাতির মানসসংকট ও বিপ্লববাদের রূপটি চিত্রিত হয়েছে। 'শেষ প্রশ্ন' একটি বিবাদী উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক এক নতুন জীবনদর্শনকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। 'বিপ্রদাস' উপন্যাসটি পারিবারিক আচারনিষ্ঠার সঙ্গে প্রেমের বিরোধের কাহিনি। 'শুভদা' ও 'শেষের পরিচয়' উপন্যাস দুটি অসম্পূর্ণ রচনা। 'শুভদা' উপন্যাসে গ্রামীণ সমাজের অবক্ষয়িত রূপ এবং 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসে চরিত্রস্খলনের পরও নারীর সহজ সরল রূপের পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

শরৎচন্দ্র কোনো সামাজিক নীতিবোধকে স্বীকৃতি দেননি, বরং এর বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে সমাজশক্তি ছিল প্রবল। সেজন্য সে সময়ে সমষ্টি জীবনের দাবি ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু শরৎচন্দ্র মনে করেন, সমাজশক্তি বহিঃশক্তিরূপে ব্যক্তিজীবনের অগ্রগতি বা ব্যাপ্তিকে বাধা দেবে এটা তিনি মেনে নিতে চাননি। নারীর সতীত্ব ও নারীত্ব—এ দুটোকে আলাদা করে তিনি দেখতে চেয়েছেন। শরৎচন্দ্র বরাবরই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান বিরোধী। তার অর্থ এই নয় যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি মূলত সমাজের উচ্চস্তরের। সে তুলনায় শরৎচন্দ্র সমাজের সাধারণ স্তরের ক্ষুদ্র স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ নারী চরিত্রগুলিকে এঁকেছেন তাঁর উপন্যাসে। শরৎচন্দ্র রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকে যেমন রূপ দিয়েছেন তেমনি তার সঙ্গে নারী হৃদয়ের বাৎসল্যের নানা চিত্রও এঁকেছেন বিশ্বেশ্বরী, নারায়ণী, কুসুম, বিন্দু প্রভৃতির মধ্যে। আবার ষোড়শী ও রমার মধ্যে দ্বৈতসত্তাকে অঙ্কন করেছেন। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ নারীর প্রণয় কাহিনির মূলে আছে একটি ব্যর্থতা, প্রেমের অপরিতৃপ্তি। শরৎচন্দ্রের রচনারীতির একটি প্রধান গুণ বাস্তবপ্রিয়তা। মনস্তত্ত্বের উদঘাটনে,প্রকৃতির রূপ বর্ণনায়, নারীর স্বরূপ চিত্রণে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্কনে রচনারীতি শিল্পসাফল্য লাভ করেছে।